ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃ খাত

বিশ্ব বাণিজ্যে ভারসাম্য অর্জন এবং রপ্তানি নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় সমগ্র বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ উদারমুখী বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে আসছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি এবং বাজার অর্থনীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সংগে সংগতি রেখে ৩ (তিন) বছর মেয়াদি আমদানি নীতি আদেশ, ২০০৬-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিবেশ, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে সীমিত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে আমদানি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমদানি নীতি

বর্তমানে অনুসৃত আমদানি পদ্ধতি সহজ, সরল ও জটিলতামুক্ত। পর্যায়ক্রমে বিবিধ প্রকারের নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে আমদানি সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। বর্তমান আমদানি নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলী হ'লঃ

- ডব্লিউটিও এর আওতায় বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রম বিকাশের ধারায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার আলোকে আমদানি নীতিকে আরো সহজীকরণ;
- পণ্যের আমদানির উপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পের উপাদান অধিকতর সহজলভ্য করা এবং প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা প্রদান;
- রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহজভিত্তিক আমদানির সুবিধা প্রদান করে দেশীয় রপ্তানিকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো;
- গুণগতমান ও স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- জনস্বার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে আপদকালীন পণ্য আমদানির সংস্থান করা।

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ধর্মীয়, পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তা জনিত কারণে কয়েকটি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০০৩-২০০৬ আমদানি নীতি আদেশে মোট ৬০টি পণ্য নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত পণ্য তালিকায় আইটেম সংখ্যা ২৪টিতে নেমে এসেছে। আমদানি নীতি, ২০০৬-২০০৯ -এ যেসব পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ

- ধর্মীয় কারণে যে সকল পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে তন্মধ্যে জীবিত শুকর ও শুকরজাত সকল পণ্য, অশ্লীল প্রকাশনা/পুস্তিকা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত হানে এরূপ কোন উৎকীর্ণ লিপি।
- পরিবেশগত কারণে সকল প্রকার বর্জ্য, চার বছরের অধিক পুরাতন গাড়ী, দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি হুইলার যানবাহন, পলি প্রোপাইলিন ব্যাগ, কারেন্ট জাল, পুরাতন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।
- স্বাস্থ্যগত কারণে আফিম, পপিসীড, পোস্তাদানা, কৃত্রিম সরিষার তেল, গ্লাস সিরিঞ্জ ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ। সকল প্রকার খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি শর্তাধীনে (তেজস্ক্রিয়তা, কোয়ারেন্টাইন, স্যানিটারি, ফাইটো-স্যানিটারি) আমদানিযোগ্য।
- নিরাপত্তাজনিত কারণে সমরাস্ত্র সেনাবাহিনী ব্যতীত আমদানি নিষিদ্ধ। অন্যান্য সাধারণ অস্ত্র-পিস্তল, রিভলবার, শর্টগান ইত্যাদি শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য।

আমদানি নীতি আদেশ, ২০০৬-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে আমদানি নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, ভোক্তার নিকট ন্যায্য মূল্যে যথাযথ মান সম্পন্ন পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে এ সকল পরিবর্তন আনা হয়েছে। এসকল পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছেঃ

- স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং কাঁচামাল দ্রুত আমদানির সুবিধার্থে বর্তমানে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার এর স্থলে ৩৫,০০০ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য ঋণপত্র ছাড়াই আমদানির বিধান রাখা হয়েছে।
- আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (বাণিজ্যিক ও শিল্প), রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং ইন্ডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্রের প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস এবং বার্ষিক নিবন্ধন নবায়ন ফিস বাড়ানোর বিধান রাখা হয়েছে।
- এ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য প্রস্তুতকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসেবে এ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ পোষক কর্তৃক নির্ধারিত আমদানি স্বত্ব ব্যতিরেকে আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও পারমিট ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা হিসেবে পূর্ববর্তী কাপড়ের শতকরা ০.২ এর স্থলে শতকরা ০.৩ এবং নুতন কারখানাসমূহ অনুমোদিত ক্ষমতার অর্ধেকের জন্য যে পরিমাণ কাপড়/ইয়ার্ণ/ফেব্রিক্স/উল/এ্যাক্রেলিক প্রয়োজন তার শতকরা ০.২ এর স্থলে শতকরা ০.৩ আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত/স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশি অংশীদারের মূলধন হিসেবে ক্যাপিটাল মেশিনারিসহ যন্ত্রাংশ আমদানির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এর স্থলে বিজিএমই কর্তৃক জারীকৃত ইউডিতে অনুমোদিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানির বিধান রাখা হয়েছে।
- জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে ঘন চিনি (সোডিয়াম সাইক্লোমেট) আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত টিনজাত (Cane Fish) মাছের ক্ষেত্রে টিনের গায়ে প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং প্রকৃত ওজন (নেট ওয়েট) বাংলা বা ইংরেজীতে সুস্পষ্টভাবে এমবস অথবা অমোচনীয় কালিদ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করার বিধান রাখা হয়েছে।
- মাছ আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের সরকার/সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক মাছে ফরমালিন নাই মর্মে সনদপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। আমদানিকৃত মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়নি এই মর্মে সনদপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। আমদানিকৃত মাছ ফরমালিনমুক্ত এই মর্মে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ/বিএসটিআই কর্তৃক Port of Entry পরীক্ষা করার বিধান রাখা হয়েছে।
- গরু, ছাগল ও মুরগীর মাংস ও মানুষের খাওয়ার উপযোগী অন্যান্য পশুর মাংস আমদানির ক্ষেত্রে মোড়কের গায়ে রপ্তানিকারক দেশের মাংস উৎপাদনের তারিখ, ব্যবহারের সময়সীমা যথা Expire date সংরক্ষণের পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। আমদানিকৃত পণ্য Notifiable disease e.g. Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) এবং Avian influenza-মুক্ত এ মর্মে রপ্তানিকারক দেশের পশুসম্পদ বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সনদপত্র দাখিল করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হতে মাংস আমদানির ক্ষেত্রে 'মেড কাউ ডিজিজ মুক্ত' মর্মে রপ্তানিকারক দেশের অনুমোদিত সংস্থা থেকে প্রত্যয়ন পত্র দাখিলের বিধান রাখা হয়েছে।
- জীবিত মোরগ, মুরগী ও পাখি আমদানির ক্ষেত্রে এগুলো Avian Influenza-মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের অনুমোদিত সংস্থার প্রত্যয়ন পত্র দাখিলের বিধান রাখা হয়ছে।
- উড প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস আমদানির ক্ষেত্রে আইপিপিসি (International plant protection convention) নীতি অনুসরণে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক কাঠ ও কাঠ জাতীয় দ্রব্য হিট ট্রিটমেন্ট দ্বারা জীবানুমুক্ত করে ফাইটো-স্যানিটারী সার্টিফিকেট রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির সাথে আমদানিকারককে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে মর্মে বিধান রাখা হয়েছে।
- নিম্নমানের পণ্য আমদানি রোধকল্পে বিগত আমদানি নীতি আদেশে থাকা ১২টি পণ্যের পরিবর্তে ৩৫টি পণ্য বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) সম্পর্কে বিএসটিআই এর নিকট হতে প্রত্যয়ন পত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল সাপেক্ষে আমদানি করার বিষয়ে বিধান রাখা হয়েছে।
- প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে পেন্টিয়াম ২ মডেলের পরিবর্তে পেন্টিয়াম ৩ মডেলের পূর্বের কোন পুরাতন কম্পিউটার আমদানি করা যাবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে।

- পুরাতন ইউপিএস এর সাথে পুরাতন কম্পিউটার যন্ত্রাংশ আমদানি করা যাবে না মর্মে বিধান রাখা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিকভাবে সিপিটি শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায় সিএন্ডএফ, সিএফআর এবং এফওবি পদ্ধতির বিধানের সাথে সিপিটি উল্লেখ করা হয়েছে।
- আমদানি নীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশি যে কোন পরিমাণে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারী তার ইক্যুইটি শেয়ারের অংশ হিসাবে কস্ট ইনস্যুরেন্স এন্ড ফ্রেইট (সিআইএফ) ভিত্তিতে ক্যাপিটাল মেশিনারি ও কাঁচামাল আমদানি করতে পারে।
- শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে কান্ট্রি অব অরিজিনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে। রপ্তানি শিল্পের আরও প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে শতভাগ রপ্তানিমুখি শিল্পের কাঁচামাল আমদানি সহজতর করা হয়েছে।
- বর্তমান আমদানি নীতি আদেশে বেশ কিছু পণ্য আমদানিযোগ্য করার ফলে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় থাকা এইচ এস হেডিং ৬০ এর স্থলে বর্তমানে মাত্র ২৪টি এইচ এস হেডিং অন্তর্ভুক্ত আছে।

এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ফলে বিশ্ব বাণিজ্যে সূচিত ব্যাপক পরিবর্তন ও পণ্যের অবাধ চলাচলের কারণে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা চলছে তা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার আমদানি নীতি সময়োপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশ্ব বাজার অর্থনীতির গতিধারা এবং ডব্লিউটিও এর অবলিগেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ বাণিজ্য নীতি সহজীকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime) সহজীকরণ

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে কার্যকরী ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা ছিল ১৮ এবং সর্বোচ্চ শুল্কের হার ছিল শতকরা ৩৫০। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৭ এ দাঁড়ায়। তাছাড়া, সর্বোচ্চ শুল্কের হারও হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪০ -এ দাঁড়ায়। ১৯৯৯-০০ অর্থবছর পর্যন্ত 'অপারেটিভ' এবং 'স্ট্যাটুটরি' ট্যারিফ উভয় হারই প্রচলিত ছিল। ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে 'অপারেটিভ' এবং 'স্ট্যাটুটরি' ট্যারিফ হার সমান করা হয়। সারণি-৬.১ এ ২০০০-০১ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ট্যারিফ কাঠামো দেয়া হ'লঃ

সারণি ৬.১: ২০০০-০১ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ট্যারিফ কাঠামো

অর্থ বছর	'অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'স্ট্যাটুটরি' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	০,৭.৫,১৫,২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	০,৭.৫,১৫,২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	০,৫,১২,২৫	৪
২০০৭-০৮*	০,১০,১৫,২৫	২৫	০,১০,১৫,২৫	৪

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, * নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত।

উপরোল্লিখিত 'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপসমূহকে "মোস্ট ফেভারড নেশন" অর্থাৎ এম.এফ.এন ট্যারিফ হার বলা যায়। এর বাইরেও অনেক ট্যারিফ হার রয়েছে, যা সাধারণত: বিভিন্ন দেশের সাথে চুক্তির আওতায় কন্‌সেশন দেয়া হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সকল ট্যারিফ হার অন্তর্ভুক্ত করে এবং শুধুমাত্র এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের ভিত্তিতে ট্যারিফ লাইন গণনা করা যায়। সারণি ৬.২ -এ ২০০০-০১ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের গণনাকৃত এইচ.এস. কোড, মোট ট্যারিফ লাইন ও এম.এফ.এন ট্যারিফ লাইন দেখানো হ'লঃ

সারণি ৬.২: গণনাকৃত এইচ.এস. কোড, মোট ট্যারিফ লাইন ও এম.এফ.এন ট্যারিফ লাইন

অর্থ বছর	এইচ.এস.কোড	মোট ট্যারিফ লাইন	এম.এফ.এন ট্যারিফ লাইন
২০০০-০১	৬৫৮৫	৯৫৪৭	৬৭৪৩
২০০১-০২	৬৬৫১	৯৬৪০	৬৮০৫
২০০২-০৩	৬৭৮৯	১০২৯০	৬৯৩৪
২০০৩-০৪	৬৭৯৪	১০২২১	৬৮৬৩
২০০৪-০৫	৬৬২৬	১০১৪১	৬৭০৫
২০০৫-০৬	৬৬৩৮	১০৩৭৯	৬৭০৯
২০০৬-০৭	৬৬৫৩	১৫৩৪৮	৬৬৯৭
২০০৭-০৮	৬৪২৫	-------	৬৪২৫

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)

উপর্যুক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ট্যারিফ লাইনের সংখ্যা এম.এফ.এন ট্যারিফ লাইনের সংখ্যা থেকে বেশি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী এম.এফ.এন ট্যারিফ হচ্ছে একটি দেশকে যে সুবিধা দেয়া হবে, প্রত্যেকটা দেশের জন্য সে সুবিধা দিতে হবে। সুতরাং এম.এফ.এন ট্যারিফ লাইনের অতিরিক্ত সংখ্যা কোন দেশের সাথে চুক্তি হওয়ার ফলে শুধুমাত্র সে দেশকে যে সুবিধা দেয়া হয় তা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা মোট ট্যারিফ লাইনের সাথে যুক্ত হবে।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

২০০০-০১ অর্থবছরে আমদানি অভারিত ট্যারিফ গড়ের হার ছিল ১৭.২০ শতাংশ যা হ্রাস পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১৩.৪৪ শতাংশে দাঁড়ায়। দেশে আমদানিকৃত পণ্যের উপর অন্যান্য বিভিন্ন শুল্ক যেমন সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর এবং লাইসেন্স ফি আরোপ করা হয়। পণ্য আমদানিতে এ সকল শুল্ক হার অন্তর্ভুক্ত করে মোট শুল্ক হার নির্ণয় করা হয়। এগুলো ছাড়াও অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ এবং রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়। লাইসেন্স ফি ২০০২-০৩ অর্থবছরে, রেগুলেটরি ডিউটি ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কর ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে প্রত্যাহার করা হয়। সম্পূরক শুল্কের ধাপ ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের ৫টি ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-০২ অর্থবছরে ৩৩টিতে দাঁড়ায়। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সম্পূরক শুল্কের ধাপ ৫টি যেমন- ২০%, ৬০%, ১০০%, ২৫০%, ৩৫০% রয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে অভারিত (unweighted) গড় শতকরা ১৭.২০ ছিল যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ১২.২১ এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নের সারণি ৬.৩ ও সারণি ৬.৪-এ বিগত কয়েক বছরের আমদানিতে অভারিত ও ভারিত গড় দেয়া হ'ল।

সারণি ৬.৩: গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থ বছর	অভারিত গড় (%)	ভারিত গড় (%)	এম.এফ.এন অভারিত গড় (%)
২০০০-০১	১৭.২০	১২.২৯	২১.৩৯
২০০১-০২	১৭.১৩	৯.৭৩	২১.০১
২০০২-০৩	১৬.৫০	১২.৪২	১৯.৮৮
২০০৩-০৪	১৫.৬৯	৯.৮৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৩.৫৪	৯.৫৯	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৩.৪১	৮.৪৪	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১২.২১	৬.৯৫	১৪.৮৭
২০০৭-০৮*	১৩.৪৪	৭.৫৯	১৭.২৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, * নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত।

সারণি ৬.৪ঃ পণ্যের ধরনের ভিত্তিতে গড় আমদানি শুল্কের ওপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

আমদানির ধরণ	২০০২-০৩		২০০৩-০৪		২০০৪-০৫		২০০৫-০৬		২০০৬-০৭		২০০৭-০৮ (জুলাই-নভেম্বর)	
	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়
প্রাথমিক পণ্য	২০.৯৮	১১.৯২	১৯.৯০	১১.২৮	১৭.৬১	৮.৯৯	১৭.৮৩	৬.৯৩	১৬.৫৮	৪.৩৬	১৭.৭২	৩.৫৯
মধ্যবর্তী পণ্য	১৪.৮৯	১৫.৮৬	১৪.৪৪	১৫.১২	১২.৪৬	১২.৭২	১২.২৪	৯.৩৩	১০.৫৫	৮.৫৫	১২.২৩	৮.৮৫
মূলধনী পণ্য	৮.০৩	৭.৯৭	৭.৮৫	৬.৪২	৭.২৮	৫.২২	৭.৪৫	৫.১৬	৬.২১	৪.৪৮	৭.৭২	৭.৩৩
চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য	২২.৯৪	১১.৭২	২১.২৭	১০.৬৮	১৮.২২	১৫.০৮	১৮.১৩	১৩.৪৪	১৭.২০	১২.৮০	১৭.৭৮	১৩.৯৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ট্রেড ওপেননেস

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ট্রেড ওপেননেস ছিল শতকরা ২৯.১৬, যা ২০০৬-০৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪২.২২ এ দাঁড়ায়। সারণি-৬.৫ এ ২০০০-০১ থেকে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত ট্রেড ওপেননেস প্রদত্ত হ'ল। আমদানি উদারিকরণের নীতি ও রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য বিগত বছরসমূহের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৬.৫: বিভিন্ন বছরের ট্রেড ওপেননেস

(টাকা কোটিতে)

অর্থ বছর	চলতি মূল্যে মোট জাতীয় আয়	বৈদেশিক বাণিজ্য			ট্রেড ওপেননেস
		রপ্তানি	আমদানি	মোট	%
২০০০-০১	২৫৩৫৪৬	৩৪৮৯৫	৫০৩৭১	৮৫২৬৬	৩৩.৬৩
২০০১-০২	২৭৩২০১	৩৪৩৮০	৪৯০৪৯	৮৩৪৩০	৩০.৫৪
২০০২-০৩	৩০০৫৮০	৩৭৯১৫	৫৫৯২০	৯৩৮৩৫	৩১.২২
২০০৩-০৪	৩৩২৯৭৩	৪৪৮০৯	৬৪২৫৭	১০৯০৬৬	৩২.৭৬
২০০৪-০৫	৩৭০৭০৭	৫৩১৩৬	৮০৭১৫	১৩৩৮৫১	৩৬.১১
২০০৫-০৬	৪১৫৭২৮	৬২৬০৮	৯৯১৩০	১৬১৭৩৮	৩৮.৯০
২০০৬-০৭	৪৬৭৪৯৭	৭৮৯১৮	১১৮৪৭৮	১৯৭৩৯৬	৪২.২২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

রপ্তানি নীতি

১ জানুয়ারী, ২০০৫ থেকে কোটা ব্যবস্থা উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে রপ্তানীকারকগণ অধিকতর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাছাড়া একই সাথে দেশে আমদানিও উদারীকরণ করা হচ্ছে এবং ট্যারিফ রেইটকে সম্ভাব্য নিম্ন স্তরে স্থির করা হচ্ছে। সামগ্রিক বিবেচনায় রপ্তানির বর্তমান প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে দেশজ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে; কমপ্লায়েন্স বিষয়গুলো প্রতিপালনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে; পণ্যের গুণগতমানের উন্নয়ন করতে হবে; এবং সর্বোপরি পণ্য ও তার বাজার বহুমুখীকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তুলনামূলক সুবিধাকে (Comparative Advantage) প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় (Competitive Advantage) রূপান্তর করা যাবে। বর্তমান প্রস্তাবিত নীতিমালায় এ সকল বিষয় বিবেচনায় এনে রপ্তানি নীতির (২০০৬-২০০৯) উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারন করা হয়েছে। Multi-Fibre Agreement (MFA)-উত্তর বিশ্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্টেকহোল্ডারদের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী আর্থিক, রাজস্ব এবং সাধারণ সুযোগ সুবিধাদি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশে প্রচলিত মূল্য সংযোজন কর, শুল্ক ও করসমূহকে যুগোপযোগী এবং বাস্তবমুখী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়নে প্রকল্প

২০০৭-০৮ অর্থবছরের এডিপিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ১০টি প্রকল্পের জন্য মোট ৮০.৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ১.৫১ কোটি টাকা জিওবি ও ৭৯.৩২ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য। ফেব্রুয়ারি'০৮ পর্যন্ত মোট ৪২.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৫৩.১৫ শতাংশ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলমান প্রকল্পগুলোর মধ্যে 'বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস ফর প্রাইভেট সেক্টর প্রমোশন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হ্যান্ডিক্রাফটস, লেদার, সিল্ক এবং আরএমজি সেক্টরে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। "ডেভেলপিং বিজনেস সার্ভিসেস মার্কেটস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এগ্রো প্রোডাক্টস, প্লাস্টিক, ফার্নিচার, আইটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এসএমই'দের প্রতিযোগী করে তোলার জন্য বিজনেস সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। অন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে রেজিস্টার জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এর কার্যালয় কম্পিউটারাইজড করা হচ্ছে, যা সম্পন্ন হলে অন লাইনে ফার্ম অথবা কোম্পানি নিবন্ধিত করা যাবে।

কোটা ব্যবস্থা বিলুপ্তির কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়লেও আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে, সিভিল সোসাইটি, বায়ার, ভোক্তা, দেশি-বিদেশি শ্রমিক ইউনিয়ন এবং সরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে নানাবিধ কমপ্লায়েন্স পালনের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকগণকে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং এর পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এ খাতে রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

তৈরি পোশাক শিল্প সম্পর্কিত কার্যক্রম

তৈরি পোশাক শিল্প (আরএমজি) বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭৬ শতাংশ অর্জিত হয়। গত ৫ বছরে তথা ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ৪৯১২.১০, ৫৬৮৬.০৬, ৬৪১৭.৬৭, ৭৯০০.৮০ ও ৯২১১.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরে (২০০৭-০৮) প্রথম ৯ মাসে এ খাত হতে রপ্তানি আয় হয়েছে ৭৬৮৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানির এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছর শেষে এ খাত হতে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০৮৬৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়। জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর উন্নয়নে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হ'ল:

- **শ্রমিক/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে কর্মসূচিঃ** ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তৈরি পোশাকে কোটা ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হবে এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখীন হবে মর্মে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু কোটা ব্যবস্থা বিলুপ্তির কারণে কোন কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারী বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য না আসায় বরাদ্দকৃত ২০ কোটি টাকা অব্যবহৃত থেকে যায়। এ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে ২০ কোটি টাকা পুনঃবরাদ্দ করেছে। এ বরাদ্দ ব্যবহারের লক্ষ্যে তৈরি পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এ তহবিল দিয়ে নবাগত শ্রমিক, সুপারভাইজার, ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভদেরকে প্রয়োজনমত মার্চেনডাইজিং, মার্কেটিং, কাস্টমস প্রোসিডিউর, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড ম্যানেজমেন্ট, প্রডাকশন প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট, কমপ্লায়েন্স নর্মস ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- **পণ্য খালাস প্রক্রিয়া সহজীকরণঃ** দেশের বন্দর ও কাস্টমস- এর মাধ্যমে পোশাক শিল্পের সামগ্রী খালাস প্রক্রিয়াকে আরো সহজীকরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, চট্রগ্রাম বন্দরের স্থান সঙ্কট মোকাবেলায় নিউ মুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল গড়ে তোলাসহ পর্যাপ্ত গ্যান্ট্রি ক্রেইন ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। উন্নত বন্দর ব্যবস্থাপনার কারণে বন্দরে কোনো ধরনের জাহাজ জট নেই।
- **ইউটিলিটি বিল মওকুফ:** রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য গ্যাস বিলের ৮০ শতাংশ, পানি ও বিদ্যুৎ বিলের ৬০ শতাংশ এবং বন্দর, ফ্রেইট ফরোয়ার্ড, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, ইন্স্যুরেন্স কোং ও শিপিং এজেন্টদের ১০০ শতাংশ ভ্যাট মওকুফ করা হয়েছে।
- **বীমা প্রিমিয়াম হ্রাস:** রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের নির্ধারিত হার পূর্বের চেয়ে ক্ষেত্রভেদে ১০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ কমানো হয়েছে।
- **ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ:** রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যে সকল ঋণ হিসাব স্টকলটের কারণে খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে তা পরবর্তীতে স্টকলটকৃত পণ্য রপ্তানি/বিক্রয় করে প্রাপ্য অর্থ সংশিষ্ট ঋণ হিসাবে জমা করার শর্তে কোনো প্রকার ডাউন পেমেন্ট ছাড়াই ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- **নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখা:** দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত রপ্তানি আয়ের ৫ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা বর্তমানে অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- **কমপ্লায়েন্স অনুসরণ:** গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য ও আইনানুগ সুবিধাদি প্রদানসহ বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স অনুসরণের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে সংশিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে 'সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি' গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ফোরামের ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ২টি ইস্যুভিত্তিক টাস্কফোর্স ('টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার ইন আরএমজি'এবং 'টাস্কফোর্স অন অকুপেশনাল সেইফটি ইন আরএমজি') এবং ফোরামের সেক্রেটারিয়েল সাপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে ইপিবি'র কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল (সিএমসি) -এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলছে। বিশেষ করে, সিএমসিকে শক্তিশালী করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- শ্রমিকদের বিভিন্ন সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে এ সেক্টরের মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে গত ১২ জুন, ২০০৬ তারিখে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বর্ণিত ১০ দফা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এজন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ১৫টি টিম বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্তৃক গঠিত টিমসমূহ আলাদাভাবে কাজ করে যাচ্ছে।
- **রপ্তানি মনিটরিং কমিটি গঠন:** নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যা সমাধানে সুপারিশ প্রণয়ণের লক্ষ্যে ২০০৬ সালের শেষের দিকে 'রপ্তানি মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়। পাক্ষিক ভিত্তিতে (প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিশেষ করে বন্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধি, রুগ্ন শিল্প পুনঃচালুকরণ, কাস্টমসের ডিমান্ড জারি বাস্তবানুগ করা, সময় সময় আর্থিক তারল্য সঙ্কট নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে বিদ্যমান বাঁধাসমূহ দূরীকরণে উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা জরুরি ভিত্তিতে নিরসনে এখনো এ কমিটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক শিল্পের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার:** যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত Tariff Relief Assistance for Developing Economies (TRADE) Act of 2007 বিল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পাশের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়। বিলটি পাশের বিষয়ে বিজিএমইএ-এর উদ্যোগে লবিং অব্যাহত আছে। পরবর্তীতে ১৮ অক্টোবর, ২০০৭ তারিখে "New Partnership for Development Act 2007 (NPDA)" নামে নতুন একটি বিল যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয়েছে। এনপিডিএ বিল পাসের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। বিল পাসের অবস্থা রিভিউ ও মনিটর করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্স এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটি কাজ করছে।

উল্লিখিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও এ শিল্প উন্নয়নে আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেমনঃ

- ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার প্রদেয় সুবিধাদি অব্যাহত রাখা;
- তৈরি পোশাকের জন্য 'কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস' কমাতে কতিপয় সুবিধা প্রদান, যেমন- রপ্তানি ঋণের সুদের হার হ্রাসকরণ এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার চার্জ কমানো ইত্যাদি;
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)-এ সম্পূর্ণ বিদেশি বিনিয়োগে তৈরি পোশাক শিল্প স্থাপনে অনুমতি প্রদান;
- প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রদান;
- তৈরি পোশাক শিল্পে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উদ্যোগে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২১টি মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা;
- স্থল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানির সুযোগ পুনর্বহাল করা;
- তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যথাসম্ভব নিরসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

- বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্শিয়াল উইং-এর মাধ্যমে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা;
- যে সকল দেশে অদ্যাবধি শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়নি সে সকল দেশে অগ্রাধিকার বাণিজ্য সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
- তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ওভারহেড কস্ট কমানোর জন্য সরকার কর্তৃক সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরোয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপনের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

উরুগুয়ে রাউন্ড ট্রেড নেগোসিয়েশনের সফল সমাপ্তির পর ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়। ডব্লিউটিও'র মূল উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা দূর করা, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, পণ্য ও সেবা খাতের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিশ্ব বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশের যুক্তিসঙ্গত শেয়ার নিশ্চিতকরণ। বর্তমানে ডব্লিউটিও'র সদস্য সংখ্যা ১৫১ এবং এর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা হচ্ছে ৩২। বাংলাদেশ ডব্লিউটিও'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ডব্লিউটিও চুক্তি অনুযায়ী প্রতি দু'বছরে কমপক্ষে একবার বাণিজ্য মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৩-১৮ ডিসেম্বর, ২০০৫ সময়ে হংকং-এ অনুষ্ঠিত মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষি, নামা (নন-এগ্রিকালচারাল মার্কেট একসেস), সেবাখাত, ডব্লিউটিও রুলস, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন, এইড ফর ট্রেড এবং স্বল্পোন্নত দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি (specific development issues)। স্বল্পোন্নত দেশের প্রধান দাবী অর্থাৎ উন্নত, এবং সুযোগ প্রদানে সক্ষম বলে ঘোষনাকারী উন্নয়নশীল দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের পণ্যের শুল্ক-মুক্ত এবং কোটা-মুক্ত সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধির এ বিষয়টি বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হংকং-এ অনুষ্ঠিত সিক্সথ ডব্লিউটিও মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশের অর্জনঃ

- হংকং ঘোষণায় সর্বপ্রথম স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ করে বাইন্ডিং কমিটমেন্ট করা হয়েছে। উন্নত দেশ এবং সুযোগ প্রদানে সক্ষম বলে ঘোষণাকারী উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের কমপক্ষে ৯৭ শতাংশ পণ্যের জন্য শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত বাজার প্রবেশাধিকারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশসহ সকল স্বল্পোন্নত দেশকে এ রাউন্ডে শুল্ক হ্রাসের কমিটমেন্ট থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- ট্রেড মার্কস, কপি রাইটস, প্যাটেন্টস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস্ (আইপিআর) প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ট্রানজিশন পিরিয়ডের মেয়াদ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ০১ জুলাই, ২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের ঘোষণা অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টস এর ক্ষেত্রে এ সকল বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য ০১ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে। এটি আমাদের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে ইউএসএ, ইউকে ও জার্মানীসহ ৫০টির বেশি দেশে ঔষধ রপ্তানি করছে;
- ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক, টেকনিক্যাল কো-অপারেশন এবং Aid for Trade-এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে প্রয়োজনীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

১. এশিয়া-প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সাতটি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, লাওস পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, দি রিপাবলিক অব কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড) থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে মিলিত হয়ে পারস্পরিক ট্যারিফ সুবিধা বিনিময়ের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে "এসকাপভুক্ত" এ সদস্য

দেশগুলোর মধ্যে ট্রেড নেগোসিয়েশন বিষয়ে প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা সংক্ষেপে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট নামে পরিচিত। পরবর্তীতে চুক্তিটি থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনস ব্যতীত অন্যান্য পাঁচটি সদস্য দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়। ২০০১ সালে চীন এই চুক্তিতে যোগদান করার পর চুক্তিটি সংশোধন করা হয় এবং চুক্তির নাম পরিবর্তন করে এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা) করা হয়। এ চুক্তির আওতায় সদস্য দেশসমূহ ইতোমধ্যে চার রাউন্ড নেগোসিয়েশন সমাপ্ত করেছে। প্রথম রাউন্ড ১৯৮০ সালে এবং দ্বিতীয় রাউন্ড ১৯৯০ সালে সমাপ্ত হয়। তৃতীয় রাউন্ড ২০০১ সালে শুরু হয়ে ২০০৪ সালে সমাপ্ত হয়। নভেম্বর ২০০৫ মাসে অনুষ্ঠিত আপটার প্রথম মিনিস্টারিয়েল মিটিং এ বাণিজ্য মন্ত্রীগণ সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তির আওতায় ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে ট্যারিফ কনসেশন কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কনসেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছে। দ্বিতীয় মিনিস্টারিয়াল মিটিং ২৬ শে অক্টোবর ২০০৭ ইং তারিখে ভারতের গোয়া-তে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা চলাকালে চতুর্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন আরম্ভ হয়েছে। উক্ত নেগোসিয়েশন অক্টোবর ২০০৯ নাগাদ শেষ হওয়ার কথা। শুল্ক রেয়াত আওতা বিস্তৃততর ও গভীরতর করা, অশুল্ক বাধা হ্রাসকরণ, বানিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি এবং সেবা খাত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিষয়াবলী চতুর্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশনের এজেন্ডাভুক্ত। তৃতীয় রাউন্ড নেগোসিয়েশনের পর চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী একমাত্র স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ৫৮৭টি পন্যে বিশেষ শিল্প সুবিধা পাচ্ছে।

২. দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা)

সাফটাভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৪-৬ জানুয়ারী ২০০৪ তারিখে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেনসিটিভ লিস্ট, রুলস অব অরিজিন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং শুল্ক হ্রাসের ফলশ্রুতিতে স্বল্পোন্নত দেশমূহের রাজস্ব ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণের পর সদস্য দেশসমূহের অনুসমর্থনের (ratification) মাধ্যমে চুক্তিটি ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারী হতে কার্যকর করা হয়েছে। এ চুক্তিতে প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র পণ্য বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ চুক্তিতে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি বহির্ভূত পণ্যসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট, বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি, বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, রুলস অব অরিজিন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ এবং শুল্ক হ্রাসের ফলশ্রুতিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রাজস্ব ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চুক্তির আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া ২০০৬ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী জোটের উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা) আগামী ১লা জানুয়ারী ২০০৯ এর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য স্ব স্ব দেশের স্পর্শকাতর তালিকা বহির্ভূত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক হার ০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে। বিপরীতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহ স্ব স্ব দেশের স্পর্শকাতর তালিকা বহির্ভূত পণ্যসমূহের শুল্ক হার ২০১৬ সালের মধ্যে ০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে।

সাফটা চুক্তির আওতায় প্রদত্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী শুল্ক সুবিধা কর্মসূচি কার্যকর করার লক্ষ্যে সার্কভুক্ত সকল দেশসমূহ প্রয়োজনীয় নোটিফিকেশন জারি করেছে। ২০০৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহকে শতকরা ৫ হারে শুল্ক সুবিধা প্রদান করেছে, যা ১লা জানুয়ারী ২০০৮ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। অন্যদিকে, সেনসিটিভ লিস্ট বর্হিভূত পণ্যসসূহের ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও শ্রীলংকা বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ৭০ শতাংশ হারে এবং ভারত শুল্ক মুক্ত সুবিধা প্রদান করছে। পাকিস্তান ও শ্রীংলকা ১লা জানুয়ারী ২০০৯ এর মধ্যে সেনসিটিভ লিস্ট বহির্ভূত পণ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য শুল্কহার ০-৫ শতাংশে নামিয়ে আনবে। অধিকন্তু, সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে একটি এনটিএম (নন-ট্যারিফ মেজার্স) সাব-গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, যার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩. দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক)

১৯৯৭ সালের ৬ জুনে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড এর সমন্বয়ে বিসটেক শীর্ষক একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোট গঠন করা হয়। পরবর্তীতে মায়ানমারকে সদস্য হিসেবে জোটে অন্তর্ভুক্ত করায় ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত স্পেশাল মিনিস্টারিয়াল মিটিং-এ জোটের নাম পরিবর্তন করে বিমসটেক (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন) করা হয়। ২০০৪ সালে নেপাল ও ভূটানকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ৩১ জুলাই ২০০৪ -এ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে জোটের সংক্ষিপ্ত নাম 'বিমসটেক' অপরিবর্তিত রেখে পুরো নামের মধ্যে পরিবর্তন এনে 'দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন' করা হয়।

প্রাথমিকভাবে ছয়টি সেক্টরকে নিয়ে বিমসটেক সহযোগিতা চুক্তির কার্যক্রম শুরু হয়। সেক্টরগুলি হচেছঃ (১) ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, (২) প্রযুক্তি, (৩) পরিবহন ও যোগাযোগ, (৪) এনার্জি, (৫) পর্যটন, এবং (৬) মৎস্য। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পণ্য বাণিজ্য, সেবাখাতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতাকে এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। এ চুক্তির বিষয়ে নেগোসিয়েশনের জন্য সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ট্রেড নেগোসিয়েটিং কমিটি (টিএনসি) গঠিত হয়ে এ পর্যন্ত পনেরটি সভায় মিলিত হয়েছে।

বিমসটেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক ও নরমাল ট্র্যাক অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক-এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভূটান ও নেপাল) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। এ অ্যাপ্রোচের আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ছয় বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। বিমসটেক ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন গুডস ১ জুলাই ২০০৬ থেকে কার্যকর করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও সেনসিটিভ লিস্ট ও রুলস অব অরিজিন চূড়ান্ত না হওয়ায় অদ্যাবধি চুক্তিটি কার্যকর হয়নি।

৪. ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC)

ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে ২৬টি সদস্য দেশ এই ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট-এ স্বাক্ষর এবং ১৮টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশ ১৯৯৭ সালে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর এবং ২০০৪ সালে এ অনুসমর্থন করেছে। ইতোমধ্যে TPS-OIC-এর আওতায় গঠিত Trade Negotiating Committee (TNC) প্রথম দফা বাণিজ্য আলোচনা সম্পন্ন করেছে। প্রথম দফা আলোচনায় সদস্য দেশসমূহ 'Protocol on the Preferential Tariff Scheme for the TPS-OIC' (PRETAS) চূড়ান্ত করেছে। বাংলাদেশসহ ৯টি দেশ Protocol স্বাক্ষর করেছে। Protocol অনুযায়ী শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার লক্ষ্যে চুক্তিভুক্ত প্রতিটি দেশ মোট ট্যারিফ লাইনের ৭ শতাংশ পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার আওতায় আনবে। তবে কোন দেশের মোট ট্যারিফ লাইনের ৯০ শতাংশ অথবা তদুর্ধ্ব পণ্যের বেস রেট যদি ০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশের মধ্যে থাকে তাহলে তারা মোট ট্যারিফ লাইনের ১ শতাংশ পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার আওতায় আনবে। এ শুল্ক হ্রাস

প্রক্রিয়ায় (ক) যে সব পণ্যের শুল্ক হার ২৫ শতাংশের উর্ধ্বে সেসব পণ্যের শুল্ক হার ২৫ শতাংশ; (খ) যে সব পণ্যের শুল্ক হার ১৫ শতাংশের উর্ধ্ব থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত যে সব পণ্যের শুল্ক হার ১৫ শতাংশ; এবং (গ) যে সব পণ্যের শুল্ক হার ১০ শতাংশের উর্ধ্ব থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সে সব পণ্যের শুল্ক হার ১০ শতাংশে কমিয়ে আনা হবে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ছয় বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ চার বছরের মধ্যে এ শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। PRETAS কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে এ শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হবে। ১ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ থেকে শুল্ক হ্রাস কর্মসূচি কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

৫. উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (ডি-৮)

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠনের জন্য একাত্মতা প্রকাশ করে। এ জোটটি বাংলাদেশ, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং তুরস্কের সমন্বয়ে গঠিত। গত ১০-১৩ মে, ২০০৬ ইন্দোনেশিয়ায় ডি-৮ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডি-৮ এ শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার লক্ষ্যে চুক্তিভুক্ত প্রতিটি দেশ মোট ট্যারিফ লাইনের ৮ শতাংশ পণ্য শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ার আওতায় আনবে যেখানে মোট ট্যারিফ লাইনের ট্যারিফ রেট ১০ শতাংশের উপরে থাকবে। এ শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়ায় (ক) যে সব পণ্যের শুল্ক হার ২৫ শতাংশের উর্ধ্বে সেসব পণ্যের শুল্ক হার ২৫ শতাংশ; (খ) যে সব পণ্যের শুল্ক হার ১৫ শতাংশের উর্ধ্ব থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত যে সব পণ্যের শুল্ক হার ১৫ শতাংশ; এবং (গ) যে সব পণ্যের শুল্ক হার ১০ শতাংশের উর্ধ্ব থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত সে সব পণ্যের শুল্ক হার ১০ শতাংশে কমিয়ে আনা হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ বার্ষিক আটটি কিস্তির মাধ্যমে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বার্ষিক চারটি কিস্তির মাধ্যমে শুল্ক হার কমিয়ে আনবে। এ চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা প্রক্রিয়ার ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণের লক্ষ্যে 'রুলস্ অব অরিজিন' চুক্তির উপর নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। 'রুলস্ অব অরিজিন' চূড়ান্ত হলে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (সাময়িক হিসাব) দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৩৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৬০৫ মিলিয়ন ডলার। এ সময়ে বাণিজ্য হিসাব, আয় ও সেবা খাতে ঘাটতি যথাক্রমে শতকরা ৬৫.১৬ ভাগ, শতকরা ১৫.৮৫ ভাগ ও শতকরা ৫.৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও চলতি হস্তান্তর প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩১.৫৫ ভাগ বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ২১৫ মিলিয়ন ডলার। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮০৯ মিলিয়ন ডলার। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত বছরওয়ারি বাণিজ্য ঘাটতি ও চলতি হিসাবে ভারসাম্য লেখচিত্র ৬.১-এ এবং ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.৬-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.৬ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮সা (জুলাই-মার্চ)
বাণিজ্য ভারসাম্য	-২৩১৯	-৩২৯৭	-২৮৮৯	-৩৪৫৮	-৩৯২১
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৭৫২১	৮৫৭৩	১০৪১২	১২০৫৩	১০০৪৫
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-৯৮৪০	-১১৮৭০	-১৩৩০১	-১৫৫১১	-১৩৯৬৬
সেবা	-৮৭৪	-৮৭০	-১০২৩	-১২৬১	-১১৬২
গ্রহণ	৯২৪	১১৭৭	১৩৪০	১৪৮৪	১২৭৭
প্রদান	-১৭৯৮	-২০৪৭	-২৩৬৩	-২৭৪৫	-২৪৩৯
আয়	-৩৭৪	-৬৮০	-৭০২	-৮৮৩	-৭৬০
গ্রহণ	৬৩	১১ ৬	১৩৬	২৪৫	১৭২
প্রদান	-৪৩৭	-৭৯৬	-৮৩৮	-১১২৮	-৯৩২
তন্মধ্যে, অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	-১৭৫	-২০৩	-২০৪	-২১২	-১৭১
চলতি হস্তান্তর	৩৭৪৩	৪২৯০	৫৪৩৮	৬৫৫৪	৬২৩৩
সরকারি	৬১	৩৭	১২৫	৯৭	৮১
বেসরকারি	৩৬৮২	৪২৫৩	৫৩১৩	৬৪৫৭	৬১৫২
তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৩৩৭২	৩৮৪৮	৪৮০২	৫৯৭৯	৫৬৪৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	১৭৬	-৫৫৭	৮২৪	৯৫২	৩৯০
মূলধনী হিসাব	১৯৬	১৬৩	৩৭৫	৪৯০	৩৫৮
মূলধনী হস্তান্তর	১৯৬	১৬৩	৩৭৫	৪৯০	৩৫৮
আর্থিক হিসাব	৭৮	৭৬০	-১৪১	৭২১	-১৫৬
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)[১/]	৩৮৫	৭৭৬	৭৪৩	৭৬০	৬০৪
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৬	০	৩২	১০৬	৬৬
অন্যান্য বিনিয়োগ	-৩১৩	-১৬	-৯১৬	-১৪৫	-৮২৬
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি) প্রাপ্তি[২/]	৫৪৪	৯৪০	১১২৪	১০৩৭	৮৪০
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (এমএলটি) পরিশোধ	-৩৯৭	-৪৪৯	-৪৮৮	-৫২৫	-৪০১
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	-৪১	-৪৬	-৩৭	-২৯	-১৩৬
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৩	২৪১	-২৫৬	৪৯৩	-২০৪
অন্যান্য মূলধন	-১২৫	-১৮২	-৪৯৫	-৫২৪	-৩৫০
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-৩২১	-৩২০	-৮৯৮	-৪৭০	-৫৮৮
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৪	-২০০	২৩৫	-১২৭	১৩
সম্পদ	৮৬	-৯১	৩১	-৯৮	৪
দায়	-৭২	-১০৯	২০৪	-২৯	৯
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	-১৭০	-৩২৩	-৭২০	-৬৭০	-৩৭৭
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	১৭১	৬৭	৩৩৮	১৪৯৩	২১৫
রিজার্ভ	-১৭১	-৬৭	-৩৩৮	-১৪৯৩	-২১৫
বাংলাদেশ ব্যাংক	-১৭১	-৬৭	-৩৩৮	-১৪৯৩	-২১৫
সম্পদ	-২৩৫	-২২৫	-৫৫৪	-১৫৯৩	-২২৬
দায়	৬৪	১৫৮	২১৬	১০০	১১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। ১/ এন্টারপ্রাইজ সার্ভের ভিত্তিতে। ২/ সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট ব্যতীত। সা =সাময়িক।

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবে ভারসাম্য

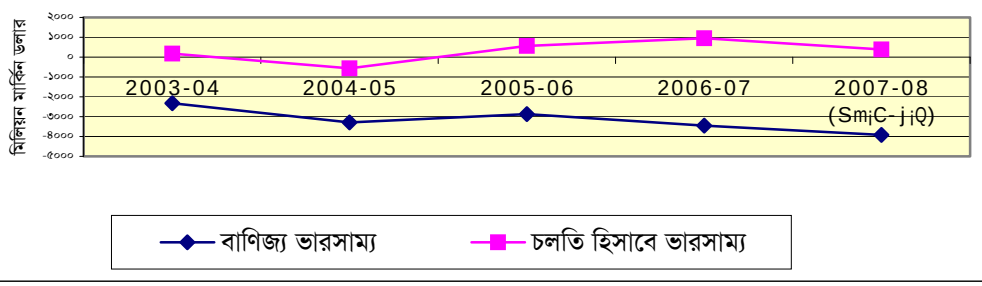

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্য শ্রেণীর গঠন

২০০৬-০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১২১৭৭.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৫.৬৯ শতাংশ বেশি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রপ্তানির পরিমান দাঁড়িয়েছে ১০১৫৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৪৩ শতাংশ বেশি।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে পণ্য ভিত্তিক রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়, নীট ওয়্যার (১৭.৩৪%), কৃষিজাত পণ্য (৩৭.৮৪%), হোম টেক্সটাইল (৯.৫৪%), চামড়া (৭.২৫%), পেট্রোলিয়াম উপজাত (৫৩.৮০%), পাদুকা (২১.৩২%), কাঁচা পাট (১৩.৫৭%), চা (২১৫.১৫%), সিরামিক সামগ্রী (২৩.২৩%), ইলেক্ট্রনিক্স (৯.৯৫%), ওভেন পোষাক (৭.৫৪%), হিমায়িত খাদ্য (৭.৩১%), টেরিটাওয়েল (২.৯২%), টেক্সটাইল ফেব্রিক্স (৫৫.৩০%), বাই সাইকেল (৪.৫৬%) ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য (২.৫৭%) ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে পাটজাতদ্রব্য (১.৪০%), প্রকৌশল দ্রব্যাদি (৯.৮৭%), হস্তশিল্প (১৯.৭৭%), রাসায়নিক দ্রব্যাদি (৩.৭০%), কম্পিউটার সার্ভিসেস (২৯.৪৩%) রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। সারণি ৬.৭-এ বিভিন্ন পণ্যের শ্রেণীভিত্তিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দেখানো হ'লঃ

সারণি ৬.৭ঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্য শ্রেণীর গঠন

পণ্য গ্রুপ	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির অংশ (%)			প্রবৃদ্ধি (%)		
	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৬-০৭ (জুলাই-মার্চ)	২০০৭-০৮ (জুলাই-মার্চ)	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (জুলাই-মার্চ)	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (জুলাই-মার্চ)
১। প্রাথমিক পণ্য তন্মধ্যে	৭৭২.৫৯	৮৩২.২৭	৬২০.১০	৭৬২.৮০	৭.৩৪	৬.৮৩	৭.৫১	১৯.১৭	৭.৭২	২৩.০১
ক) হিমায়িত খাদ্য	৪৫৯.১১	৫১৫.৩২	৩৮১.০২	৪০৮.৮৭	৪.৩৬	৪.২৩	৪.০২	৯.১২	১২.২৪	৭.৩১
খ) চা	১১.৮৯	৬.৯৪	৪.২৯	১৩.৫২	০.১১	০.০৬	০.১৩	(২৪.৯৪)	(৪১.৬৩)	২১৫.১৫
গ)কৃষিজাত পণ্য	৯৪.৪৭	৮৭.৮২	৬৫.৫৭	৯০.৩৮	০.৯০	০.৭২	০.৮৯	১৪.৫৫	(৭.০৪)	৩৭.৮৪
ঘ)কাঁচা পাট	১৪৮.২৭	১৪৭.১৫	১১২.৬৫	১২৭.৯৪	১.৪১	১.২১	১.২৬	৫৪.১৪	(০.৭৬)	১৩.৫৭
ঙ)অন্যান্য	৫৮.৮৫	৭৫.০৪	৫৬.৫৭	১২২.০৯	০.৫৬	০.৬২	১.২১	৭৮.০৬	২৭.৫১	১১৫.৮২
২। শিল্পজাত পণ্য তন্মধ্যে	৯৭৫৩.৫৭	১১৩৪৫.৫৯	৮৪১৬.৩৫	৯৩৯৬.৯৮	৯২.৬৬	৯৩.১৭	৯২.৪৯	২১.৮২	১৬.৩২	১১.৬৫
ক) ওভেন পোষাক	৪০৮৩.৮২	৪৬৫৭.৬৩	৩৫০৫.৭৩	৩৭৭০.২৩	৩৮.৮০	৩৮.২৫	৩৭.১১	১৩.৫০	১৪.০৫	৭.৫৪
খ) নীট ওয়্যার	৩৮১৬.৯৮	৪৫৫৩.৬০	৩৩৩৫.২২	৩৯১৩.৬৩	৩৬.২৬	৩৭.৩৯	৩৮.৫২	৩৫.৩৮	১৯.৩০	১৭.৩৪
গ) চামড়া	২৫৭.২৭	২৬৬.০৮	১৯৮.৩৭	২১২.৭৫	২.৪৪	২.১৮	২.০৯	১৬.৪৫	৩.৪২	৭.২৫
ঘ) পাটজাত পণ্য	৩৬১.০৩	৩২০.৭৮	২৪৬.৩৩	২৪২.৮৯	৩.৪৩	২.৬৩	২.৩৯	১৭.৪২	(১১.১৫)	(১.৪০)
ঙ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	২০৮.৩৪	২১৫.২৪	১৩৪.৮৬	১২৯.৮৭	১.৯৮	১.৭৭	১.২৮	৫.৬৬	৩.৩১	(৩.৭০)
চ) জুতা	৯৫.৪৪	১৩৫.৯৪	৯৯.৫২	১২০.৭৪	০.৯১	১.১২	১.১৯	৯.০১	৪২.৪৪	২১.৩২
ছ) সিরামিক সামগ্রী	২৭.৫৫	২৯.৯৫	২৩.০৭	২৮.৪৩	০.২৬	০.২৫	০.২৮	(৪.১৭)	৮.৭১	২৩.২৩
জ) প্রকৌশল দ্রব্যাদি	১৯৯.১৭	২৩৬.৯১	১৭৩.৪৭	১৫৬.৩৪	১.৮৯	১.৯৫	১.৫৪	১৩৪.২৬	১৮.৯৫	(৯.৮৭)
ঝ)পেট্রোলিয়াম উপজাত	৮৮.৪৩	৮৩.৯০	৭৬.৩৭	১১৭.৪৬	০.৮৪	০.৬৯	১.১৬	১৫২.০৮	(৫.১২)	৫৩.৮০
ঞ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৪.৩০	৮.১৬	৫.১৬	৪.১৪	০.০৪	০.০৭	০.০৪	(১৬.০২)	৮৯.৭৭	(১৯.৭৭)
ট)অন্যান্য	৬১১.২৪	৮৩৭.৪০	৬১৮.২৫	৭০০.৫০	৫.৮১	৬.৮৮	৬.৮৯	(১.৬৪)	৩৭.০০	১৩.৩০
মোট রপ্তানি	১০৫২৬.১৬	১২১৭৭.৮৬	৯০৩৬.৪৫	১০১৫৯.৭৮	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	২১.৬৩	১৫.৬৯	১২.৪৩

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। (বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা ঋণাত্মক।)

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের সর্ববৃহৎ গন্তব্যস্থল। সারণি ৬.৮ থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য বছরের মত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানীকারক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ'০৮ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে, ২৬১১.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য, যা দেশের মোট রপ্তানির ২৫.৭০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান পণ্য হ'লঃ ওভেন পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ী, হোম টেক্সটাইল, ইত্যাদি। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ বাংলাদেশের মোট রপ্তানিকৃত ওভেন পোশাকের ৪৬.৯১ শতাংশ, নীটওয়্যার দ্রব্যাদির ১৪.৬৬ শতাংশ এবং হিমায়িত চিংড়ির ৩২.৭০ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে। সারণি-৬.৮ -এ প্রধান প্রধান দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হ'ল।

সারণি ৬.৮ঃ **দেশওয়ারি রপ্তানি আয়**

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৭৮৯.৮৮	৫৯৪.১৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০৫.৯৯	৬৪৬৭.৩০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৮১.৪৪	৬৪৭.৯৬	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৬	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.৪৫	৮২০.৭২	৭৭৮.২৫	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭০.৮	৬৫৪৮.৪৪
২০০৩-০৪	১৯৭১.৫৯	১২৯৮.৫৭	৮৯৮.৬৫	৫৫৩.৫০	৩২৬.৭১	৩১৬.২৮	২৯০.৪৭	২৮৪.৬৯	১১৮.৩৩	১৫৪৪.২০	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	২৪১৮.৬৭	৯৪৪.১৮	১৩৫১.০৬	৬২৫.৫১	৩২৭.৮০	৩৬৯.৭৮	২৯০.৯২	৩৩৫.২৫	১২২.৫৩	১৮৬৮.৮২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৭৭	১৭৬৩.৩৮	১০৫৩.৭৪	৬৭৮.৯৪	৩৫৯.৩৩	৪২৭.৮৯	৩২৭.২০	৪০৬.৯৭	১৩৮.৪৫	২৩৩০.৪৯	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০২	১৯৫৫.৩৮	১১৭৩.৯৫	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	৪৫৭.২১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮ (জুলাই-মার্চ)	২৬১১.৩৮	১৬৪৩.১০	১০০৬.২৯	৬৫৯.৫৯	৩৪৮.৭১	৪১৪.০১	৪০৯.৭৫	৩৭২.৩০	১২৬.৭৪	২৫৬৭.৯১	১০১৫৯.৭৮

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

উপরের সারণি হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ **১৬.১৭** শতাংশ এসেছে জার্মানি থেকে এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৯.৯০ শতাংশ)। জার্মানি কর্তৃক আমদানিকৃত প্রধান পণ্য হ'লঃ ওভেন পোশাক, নীটওয়্যার দ্রব্যাদি ও হিমায়িত চিংড়ি। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে জার্মানিতে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে **১২.০৫** শতাংশ। যুক্তরাজ্যে যে সকল পণ্য রপ্তানি করা হয়, তন্মধ্যে প্রধান পণ্য হ'লঃ ওভেন পোশাক, নীটওয়্যার দ্রব্যাদি, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত চিংড়ি ও বাইসাইকেল। এ সময়ে যুক্তরাজ্যে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে **১৬.৯৮** শতাংশ। সারণি ৬.৯ -এ ২০০০-০১ থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা এবং রপ্তানি আয়ের পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল।

সারণি ৬.৯ঃ ২০০০-০১ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছর পর্যন্ত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা এবং রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ বছর	রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রপ্তানি
২০০০-০১	৬৩১৪.০০	৬৪৬৭.৩০
২০০১-০২	৫৯৫০.০০	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	৬৪০৫.০০	৬৫৪৮.৪৪
২০০৩-০৪	৭৪৩৯.০০	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	৮৫৬৫.৭৮	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬	১০১৫৯.২০	১০৫২৬.১৬
২০০৬-০৭	১২৫০০.০০	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-০৮ *	১০৫১৮.৩০	১০১৫৯.৭৮

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * জুলাই-মার্চ

সারণি ৬.১০ঃ সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশ	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
আফগানিস্তান	৪.৬১	২.৯২	৬.০৭	০.৫১	০.৮৮	০.৭৬
ভুটান	১.৬৭	১.৫৫	৩.৯৯	৩.৩৫	১.৬৫	১.৪০
ভারত	৫৫.৫৭	৯৯.৩৬	১০১.১৬	১৮৬.৯৫	২৭৯.১৪	২৮৯.৪১
মালদ্বীপ	-	-	-	০.৪৮	০.২৬	০.২৭
নেপাল	০.৩৬	০.৩০	১.২৭	০.৪৭	০.৮৩	০.৮৫
পাকিস্তান	৩২.৫৪	৩৮.২২	৩৪.৭৮	৮৪.১৪	৫০.২৬	৬১.০৬
শ্রীলংকা	২.৮৬	৭.০৬	১০.১৫	১২.১৬	১৪.৩৯	১৪.৮২

সূত্রঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস

২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় (সিএন্ডএফ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা **১৬.৩৫** ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে **১৭১৫৭** মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭

অর্থবছরে চাল (৫৩.৮৫%), গম (৩৩.২২%), ভোজ্য তেল (২৩.২৬%) ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (২২.০৭%) ইত্যাদি খাতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের আমদানি ব্যয় ১১০৬১ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ২১.০৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩৮৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এ সময়ে আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে চাল (৮২৬.১৫%), ভোজ্য তৈল (৮১.৬৮%), গম (৭৬.৭৯%), সার (৫১.৮৫%), ক্লিংকার (৪৩.৫১%), তূলা (৩৮.৯২%) ইত্যাদি খাতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। বিগত কয়েক বছরের পণ্য-ভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি সারণি ৬.১১-তে দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.১১ঃ আমদানি প্রবৃদ্ধি ও আমদানি শ্রেণীবিন্যাস

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
ক) প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহ	১১৩৩	১৩৩৯	১৬৭৬	১৮৫৪	২০৬৯	২২৮৭
চাল	২১১	১৪৪	২৬২	১১৭	১৮০	৬০২
গম	১৯৮	২৮৭	৩১২	৩০১	৪০১	৪১৯
তৈলবীজ	৬৪	৭৩	৮৬	৯০	১০৬	৯১
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২৬৭	২৫২	৩৫০	৬০৪	৫২৪	৪০৪
তুলা	৩৯৩	৫৮৩	৬৬৬	৭৪২	৮৫৮	৭৭১
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	১৫৪৮	১৯১০	২৬৬২	৩০০২	৩৫৬৮	২৯২৬
ভোজ্য তৈল	৩৬৪	৪৭১	৪৪০	৪৭৩	৫৮৩	৬০৫
পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	৬২০	৭৭০	১২৫২	১৪০০	১৭০৯	১১৮৩
সার	১০৯	১৫০	৩৩২	৩৪২	৩৫৭	৪১০
ক্লিংকার	১৪৪	১৩৯	১৭০	২১০	২৪০	২২১
স্টেপল ফাইবার	৪১	৫৭	৭৫	৭৬	৯৭	৭২
সুতা	২৭০	৩২৩	৩৯৩	৫০১	৫৮২	৪৩৫
গ) মূলধনী যন্ত্রপাতি	৫৬৮	৭৮৬	১২১১	১৪৫৮	১৯২৯	১১০৯
ঘ)অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	৬৪০৯	৬৮৬৮	৭৫৯৮	৮৪৩২	৯৫৯১	৭০৬৬
সর্বমোট (সিআইএফ)	৯৬৫৮	১০৯০৩	১৩১৪৭	১৪৭৪৬	১৭১৫৭	১৩৩৮৮
শতকরা পরিবর্তন*	১৩.০১	১২.৯	২০.৬	১২.২	১৬.৪	২১.০৪

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * শতকরা পরিবর্তন পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

দেশওয়ারি আমদানি ব্যয়

দেশওয়ারি আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ভারত থেকে আমদানির পরিমাণ সর্বোচ্চ, যা মোট আমদানির শতকরা ১৫.৭৫ ভাগ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন (১৫.২৬%) ও সিংগাপুর (৬.৫৯%)। চলতি অর্থবছরে প্রথম আট মাসে দেশের আমদানি বাবদ মোট ১৩৩৮৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে এ আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১০৬১ মিলিয়ন ডলার। সারণি ৬.১২-তে দেশওয়ারি আমদানি ব্যয় দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.১২ঃ দেশওয়ারি আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	চীন	ভারত	সিংগাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দঃ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	৭০৯	১১৮৪	৮২৪	৮৪৬	৪৭৮	৪১২	৪১১	২৪৮	১৪৮	৪০৭৫	৯৩৩৫
২০০১-০২	৮৭৮	১০১৯	৮৭১	৬৫৫	৪৪১	৩১২	৩৪৬	২৬১	১৪৫	৩৬১২	৮৫৪০
২০০২-০৩	৯৩৮	১৩৫৮	১০০০	৬০৫	৪৩৩	৩২৮	৩৩৩	২২৩	১৬৯	৪২৭১	৯৬৫৮
২০০৩-০৪	১১৯৮	১৬০২	৯১১	৫৫২	৪৩৩	৩৭৭	৪২০	২২৬	২৫৫	৪৯২৯	১০৯০৩
২০০৪-০৫	১৬৪২	২০৩০	৮৮৮	৫৫৯	৫৬৫	৪৩৯	৪২৬	৩২৯	২৭৬	৫৯৯৩	১৩১৪৭
২০০৫-০৬	২০৭৯	১৮৬৮	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩০২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২৫৭১	২২৬৮	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮*	২০৪৩	২১০৮	৮৮২	৪৩৫	৫৪০	৩২৬	৩৬০	৩৪৬	২২৫	৬১২৩	১৩৩৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০০৭-০৮।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশের সার্বিক রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিতকরণের পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হ'লঃ

- আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বলবৎ Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCPDC-500) এর কিছু অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে International Chamber of Commerce (ICC) কর্তৃক প্রকাশিত UCPDC-600 প্রয়োগ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম-নীতি অধিকতর সহজ/বোধগম্য করণ;
- আমদানি কার্যক্রম সহজতরকরণের লক্ষে বাংলাদেশে সকল আমদানির ক্ষেত্রে এলসিএএফ রেজিস্ট্রেশনের বিধান রহিতকরণ;
- জাহাজীকৃত দেশীয় বস্ত্র (৫%); হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ (১০%); চামড়াজাত দ্রব্যাদি (১৫%); হোগলা, খড়, আখের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে হাতে তৈরি পণ্য (১৫%-২০%); তামাক (১০%); আলু (১০%); বাইসাইকেল (১৫%); হাড়ের গুড়া (১৫%); পাটজাত পণ্য (৭.৫%); পোল্ট্রি শিল্পের হ্যাচিং ডিম এবং মুরগির বাচ্চা (১৫%); হালকা প্রকৌশল সামগ্রি (১০%) ইত্যাদি রপ্তানি পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে নীট এফওবি মূল্যের উপর ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- দেশের নিজস্ব খামারে উৎপাদিত ও হালাল প্রক্রিয়ায় জবাইকৃত হাঁস, মুরগি, মহিষ, গরু, ছাগল ও ভেড়ার মাংস রপ্তানির ক্ষেত্রে শতকরা ২০ হারে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং
- কৃষিপণ্য (শাকসব্জি/ ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রোসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানির জন্য নীট প্রত্যাবাসিত এফওবি মূল্যের বিপরীতে শতকরা ২০ হারে রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে ভাসমান মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থার অধীনে টাকার বিনিময় হার নির্ধারিত হচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে আমদানি ব্যয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শ্লথ গতির কারণে বাজারে চাহিদার তুলনায় মার্কিন ডলারের সরবরাহ কম থাকায় টাকার বিপরীতে ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যা দেশে বিরাজমান মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতিকে আরো প্রকটতর করতে পারে বলে শংকার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে দেশীয় মুদ্রার অবচিতির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধকল্পে এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রাখে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চারিত হয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির ফলে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহে গতিশীলতা আসলেও নভেম্বর ২০০৭ এ সংঘটিত সিডর পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতিজনিত প্রভাবের কারণে বর্ধিত আমদানির লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার বিক্রি অব্যাহত রাখে। উল্লেখ্য, ২৯ অক্টোবর ২০০৭ থেকে এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ৫৮৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রি করে। এতে টাকা-ডলার ভারিত (weighted) গড় বিনিময় হার জুন ২০০৭ শেষের ৬৯.০৩১৮ টাকার তুলনায় মার্চ ২০০৮ শেষে ৬৮.৬১৭১ টাকায় দাঁড়ায়, যা টাকা-ডলার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে টাকার মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ পর্যন্ত মার্কিন ডলারের সাথে টাকার গড় বিনিময় হার সারণি ৬.১৩ -তে দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.১৩ঃ মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮*
গড় বিনিময় হার	৫৩.৯৫৯২	৫৭.৪৩৪৭	৫৭.৯০০০	৫৮.৯৩৫৩	৬১.৩৯৩৯	৬৭.০৭৯৭	৬৯.০৩১৮	৬৮.৬১৭১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * জুলাই-মার্চ।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০০৭ তারিখে দাঁড়ায় ৫০৭৭ মিলিয়ন ডলার, যা ৩০ জুন ২০০৬ এর তুলনায় শতকরা ৪৫.৭২ ভাগ বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির গতিধারা সারণি ৬.১৪ এবং লেখচিত্র ৬.২- এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৬.১৪ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি
৩০.০৬.২০০০	১৬০২
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
৩০.০৬.২০০৪	২৭০৫
৩০.০৬.২০০৫	২৯৩০
৩০.০৬.২০০৬	৩৪৮৪
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
২৯.০৫.২০০৮	৫৩৩৫

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

লেখচিত্র ৬.২ :বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

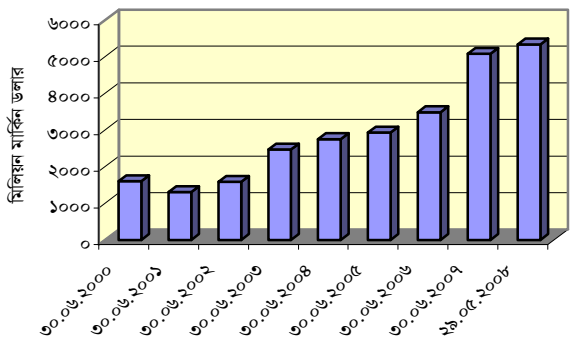

বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকি, দোহা রাউন্ড আলোচনার অচলাবস্থা, অপরিশোধিত তেলের অস্বাভাবিক (রেকর্ড পরিমাণ) মূল্যবৃদ্ধিজনিত অস্থিরতা, বিকাশমান অর্থনীতির দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি ও ব্যাপকভিত্তিক বাজার সম্প্রসারণ ও চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি সত্ত্বেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি, চলতি হিসাব এবং সার্বিক বাণিজ্য হিসাব পরিস্থিতির উন্নতি, রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারাবাহিক অগ্রগতি গত অর্থবছরের মত চলতি অর্থবছরের এ পর্যন্ত বৈদেশিক খাত পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে রেখেছে। বৈদেশিক খাতকে স্থিতিশীল এবং আরও বিকাশমান করার লক্ষ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পণ্য বহুমুখীকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।